যায়যায়দিন

তারিখ ... 23 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংঘর্ষের পর ক্লাস বন্ধ পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ে

পাবনা প্রতিনিধি

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষের পর পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। শনিবার সকালে ক্যাম্পাসে এই সংঘর্ষে উভয়পক্ষে অন্তত ১২ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে সহযোগিতার অভিযোগ তুলে প্রক্টরের অপসারণ দাবি করছে ছাত্রলীগ। তবে সরকার সমর্থক সংগঠনের এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কামরুজ্জামান।

সংঘর্ষের কারণে আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সব ক্লাস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, তবে পরীক্ষা যথারীতি চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ও

বন্ধ : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বন্ধ : পাবনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইলেকট্রনিক্স বিভাগের চতুর্থ বর্ষের বিদায় অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে সকালে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই জের ধরে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং সংঘর্ষ শুরু হয় বলে জানিয়েছেন সদর থানার ওসি কাজী হানিফুল ইসলাম।

তিনি বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত ১২ জন স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছে।

সংঘর্ষের পর ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে ছাত্রলীগ। সংগঠনের নেতারা প্রক্টর কামরুজ্জামানকে জামায়াত সমর্থক দাবি করে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান সবুজ বলেন, এক সময়ের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির ক্যাডার কামরুজ্জামান ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরকে প্রকাশ্যে সহযোগিতা করেছেন। তার অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা ক্লাস বয়কট করছি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।